Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৫ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৬১ ইংরাজী 21st July. 1954 | ১০ম সংখ্যা

অগ্রগতির পথে নূতন পদক্ষেপ

হিন্দুস্থান তাহার যাত্রাপথে প্রতি বৎসর নূতন নূতন সাফল্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির গৌরবে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নূতন বীমা (১৯৫৩)

১৮ কোটি ৮৭ লক্ষের উপর

হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের অবিচলিত আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২ কোটি ৪২ লক্ষ বৃদ্ধি

সমসাময়িক তুলনায় সর্ব্বাধিক

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্,

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩

শাখা অফিস: ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬১ সাল

কি 'দাওয়াই' কিদোয়াই করিয়া প্রয়োগ দূর কৈলা একাদশ বর্ষব্যাপী রোগ (Rogue)!

—০—

ভারতের খাদ্যমন্ত্রী জনাব রফি আহম্মদ কিদোয়াই, ভারতের এগারো বৎসরের দুরারোগ্য ব্যাধি **"খাদ্য নিয়ন্ত্রণ"** এক দিনের ঘোষণায় নিরাময় করিয়া ভারতবাসীর আন্তরিক ধন্যবাদের অধিকারী হইয়াছেন। অট্টালিকাবাসী ধনী হইতে পথের ভিখারী দীন হীন জন পর্য্যন্ত সকলেই এক-বাক্যে জনাব কিদোয়াই সাহেবকে দোওয়া করিতেছে। যাঁহারা বহু লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবার মত ক্ষমতা রাখেন, এই নিয়ন্ত্রণরূপ বিঘ্নের সহিত অতিথি নিয়ন্ত্রণরূপ উপসর্গের যোগে দরিদ্রনারায়ণের সেবা এবং বন্ধুবান্ধবকে প্রীতি-ভোজে আপ্যায়িত করিবার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাজদণ্ডের ভয়ে সে ইচ্ছা বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সর্ব্বনাশা আইনে মানুষকে মায়া মমতা, দয়া, বদান্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ প্রদর্শনে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। অন্নদানকে যাঁহারা জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করেন, এই সব দেব-গুণসম্পন্ন দাতাকে আইনের ভয় দেখাইয়া বিব্রত করিয়া অন্নদানে বিরত হইতে বাধ্য করিয়াছিল। দীনা কন্যা গ্রামান্তরে অন্নাভাবে শিশু সন্তানগণ লইয়া উপবাসে দিনযাপন করিতেছে, তাহাকে স্নেহময় পিতামাতারা খাবার জন্য চাউল দিতে পারিত না। গুরু পুরোহিত শিষ্য বা যজমান গৃহ হইতে ভোজ্য দানের তণ্ডুল লইয়া যাইবার সময় রাজকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক ধৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে।

আরও দুঃখ কৃষককুল গ্রীষ্মে রৌদ্রে পুড়িয়া বর্ষায় জলে ভিজিয়া যে ধান্য উৎপন্ন করিয়া গৃহে মজুত করিল, একদিন সরকারের বাহালী ধানধরা বাবু, যাহার কোন পুরুষে জমিজমার বালাই নাই, কত জমিতে কত ধান হয় তাহা অনুমান করিবার শক্তি যে কখনও অর্জ্জন করে নাই, সরকারী মোটর লরীতে বন্দুকধারী প্রহরীবেষ্টিত হইয়া "সেনলাকের" যুদ্ধ বিজেতা 'উইলিয়ম দি কংকারারের' মত বীরদর্পে সেই কৃষকের বাড়ী সদলবলে প্রবেশ করিয়া হুকুম জারী করিল—তোমাকে ৫০ মণ ধান্য দশ মাইল দূরবর্ত্তী সরকারী গুদামে নিজের গরুগাড়ী দিয়া বহিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে। তার সমস্ত জোতে ৫০ মণ ধান্য উৎপন্নই হয় নাই। ধানধরা বাবুর আন্দাজই যেন ওজনের বাটখারা। ধান লইয়া গিয়া গুদামে যে লেভির ধান লইবে ও দাম দিবে তারই প্রতাপ কত! সুন্দর পরিষ্কার ধানকে গরদা পাতান মিশ্রিত বা ভিজা আখ্যা দিয়া ধরতা-স্বরূপ মণকরা দশসের বেশী ওজন লইল। দাম লইবার জন্য এক স্লিপ দিয়া হুকুম করিল—পর হপ্তায় বুধবারে আসিয়া এই স্লিপ দেখাইয়া টাকা লইয়া যাইবে।

শোনা যাইতেছে এই সব ধানধরা প্রবলপরাক্রান্ত বাবুদের এই গরীবের ভাগ্যবিধাতার তক্তও উঠিয়া গেল। এঁরাও নাকি বেকার হইলেন। পশ্চিম বাংলায় ১৮০০০ আঠার হাজার খাদ্য সরবরাহ বিভাগের কর্ম্মচারীর অন্নের আধার চাকরীর দফা শেষ। বিভাগের সকল কর্ম্মচারী অত্যাচারী ছিলেন না। তাঁহাদের এই অন্নাভাব খুব দুঃখের কথা। সরকার তাঁহাদের অন্য বিভাগে দিবার চেষ্টা করুন। কিন্তু তাসের গ্রাবু বা বিস্তিখেলার রঙের গোলামের মত কুড়ি ফোঁটার গোলাম যেন কিছুদিন বদরঙের এক ফোঁটার গোলাম হইয়া হীনাবস্থায় থাকুন, ইহাই অত্যাচারিত লাঞ্ছিত কৃষককুল ও দরিদ্রসাধারণের বুকের কথা। আবার বলি জনাব কিদোয়াই সাহেব জিন্দাবাদ!

ডিসেম্বরে সাপ্লিমেণ্টারী ও কম্পার্টমেণ্টাল স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ ১৭।৭।৫৪ তারিখে ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই বৎসর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় যে সব ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হইয়াছে, আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাহাদের সাপ্লিমেণ্টারী ও কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষার্থীদের ১০ টাকা এবং সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষার্থীদের ২০ টাকা করিয়া পরীক্ষার ফি দিতে হইবে। আগামী ৩১শে আগষ্টের মধ্যে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের সরাসরি ও বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ বিদ্যালয় মারফৎ আবেদন-পত্র ও ফির টাকা পর্ষতের অফিসে দাখিল করিতে হইবে। মধ্য শিক্ষা পর্ষতের সেক্রেটারী এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানাইয়াছেন যে পর্ষতের য়্যাড-মিনিষ্ট্রেটর পর্ষতের উপদেষ্টা সমিতির উপদেশ অনুযায়ী আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্কুল ফাইন্যাল্ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য ছাত্রছাত্রীদের কম্পার্টমেণ্টাল ও সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরীক্ষা গ্রহণের সঠিক তারিখ পরে জানান হইবে।

পরীক্ষায় সাফল্য

সীতারামপুরের বেলরুই এন, জি, বিদ্যালয়ের গত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল অতীব সন্তোষজনক হইয়াছে। দশম শ্রেণীর ১৬ জন ছাত্রের সবগুলিই পরীক্ষা দিবার জন্য প্রেরিত হয় এবং স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উক্ত ১৬ জনই উত্তীর্ণ হয়। তন্মধ্যে ৩ জন ১ম বিভাগে, ১২ জন ২য় বিভাগে এবং ১ জন ৩য় বিভাগে পাশ করে। আমরা এই স্কুলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

"আসানসোল হিতৈষী"

রঘুনাথগঞ্জ খেয়াঘাট

রঘুনাথগঞ্জ খেয়াঘাটের ইজারাদার যাত্রী পারাপারের জন্য ঘাটে তিনখানি নৌকা রাখে। প্রত্যহ এই ঘাটে বহু নরনারী, বালক-বালিকা ও স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ পারাপার করে। অনেক সময় একই নৌকায় মানুষ ও গরু ঘোড়া বহন করিতে দেখা যায়। ইহা খুব বিপজ্জনক। এই বিষয়ে ইজারাদারকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৪৬ বৎসর পূর্ব্বেকার জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ থানার বড় দারোগা এবং পরে মহকুমার সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর পদে উন্নীত

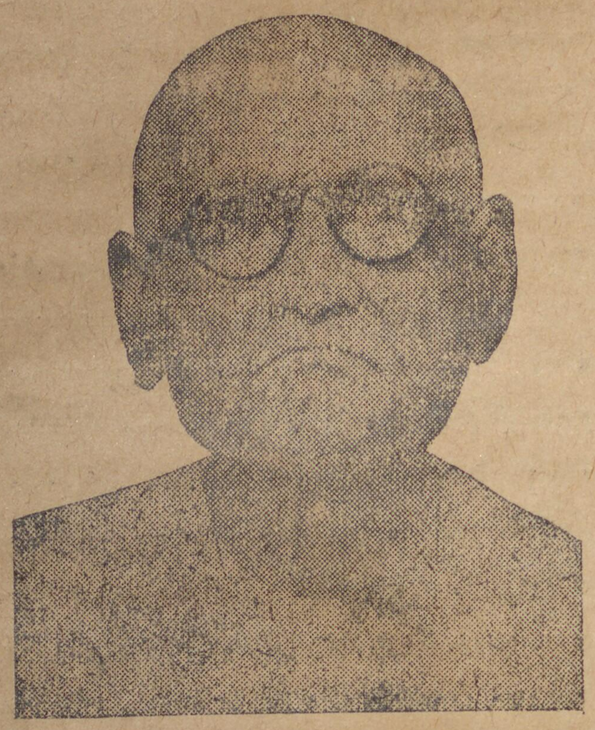

শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ

পাকিস্থানস্থিত স্বগৃহে যাইবার জন্য পাসপোর্টের আবেদনের সহিত প্রদত্ত বর্ত্তমান আলোকচিত্র।
(ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠা পুত্রবধূর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

ফরিদপুর জেলার বাউশখালি গ্রাম-নিবাসী স্বর্গত ৺প্যারীমোহন ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার বয়স যখন ১ বৎসর কি দেড় বৎসর তখন হইতে ইনি মাকে ছাড়িয়া বাপের নিকটে থাকিতে ভালবাসিতেন। দেড় বৎসর বয়সে পিতার সহিত নৌকাযোগে মাতামহালয় হইতে আসিবার সময় জলে পড়িয়া যান, জনৈক মাঝি তাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করে।

বালক অমৃতলাল যখন ৪ বৎসরের তখন তাঁহার মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করিলে সকলে বুঝিল—কেন এই শিশু বাপের কাছে থাকিতে ভালবাসিত। ভগবান তাহাকে মাতৃক্রোড়ে বঞ্চিত করিবেন বলিয়াই যেন পিতার সঙ্গ তাহাকে ভাল লাগিত। প্যারীমোহন ঘোষ মহাশয় যখন বিপত্নীক হন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৭ বৎসর। স্বজনগণ যখন তাঁহাকে পুনরায় দারপরিগ্রহের পরামর্শ দিতেন, তখন তিনি উত্তর করিতেন—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্" আমার যখন পুত্র আছে, তখন বিবাহের কি প্রয়োজন? এর নাম রেখেছি "অমৃত"। এই বেঁচে থাকলে এর থেকেই বংশ রক্ষা হবে। একা অমৃত একশো হবে।

অমৃতলাল তের বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া শিক্ষালাভ করেন। ইচ্ছা করিয়াই হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক দারোগগিরির উমেদার হন। প্রথম উদ্যমেই তিনি উক্ত পদে শিক্ষানবীশ মনোনীত হইয়া ভাগলপুর ট্রেনিঙে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলায় দারোগগিরি পদ প্রাপ্ত হন। ইনি দারোগা হইবার পূর্ব্বেই ইঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অমৃতলাল রঘুনাথগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত হন।

অমৃত বাবুর মৃদু মধুর ব্যবহারে পুলিশ ও থানা সম্বন্ধে সাধারণের যে ভয় হইত তাহা ক্রমশঃ দূর হইয়া গেল। অমৃত বাবু অন্যান্য বাবুদের মত মদ খাওয়া তো দূরের কথা, তামাক, সিগারেট কি পান পর্য্যন্ত খান না। ইতিপূর্ব্বে হাজিরার দিন চৌকিদারগণ থানায় আসিলে, বড় দারোগা বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বাবু, জমাদার, রাইটার কনষ্টেবল পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাইয়া যে অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিত, তাহা শুনিলে সাধারণ লোককে কানে আঙুল দিতে হইত। অমৃত বাবু সে ভাষা যেন শিক্ষাই করেন নাই। বড় বাবু এই স্বভাবের হওয়ায় থানার আবহাওয়াই যেন বদলাইয়া গেল।

অমৃত বাবু যখন কোনও গ্রামে তদন্তে বা অন্য কাজে যাইতেন, গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও পঞ্চায়েতগণকে ডাকাইয়া তাহাদের পুনঃপুনঃ বলিয়া দিতেন, থানায় কোনও সংবাদ দিতে গেলে বা কোনও কার্য্যে গেলে টাকা পয়সা কিছু দিতে হয় না। বাবুরা বা সিপাহীরা যে মাহিনা পায়, তার উপর এক পয়সা কাহারও লইবার অধিকার নাই। এমন অভয় দান করা ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও দেখেন নাই বা শোনেন নাই।

জঙ্গিপুর মহকুমায় এই সময়ে যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের "এ বলে—আমায় দেখ ও বলে—আমায় দেখ।" মহকুমা শাসক ছিলেন অমৃত বাবুর পিতার মামাতো ভাই সুসাহিত্যিক **ধ্রুবতারা** ও **উড়িষ্যার চিত্র** প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা স্বনামধন্য যতীন্দ্রমোহন সিংহ। পুলিশের সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন অম্বিকাচরণ সেন। তাঁহার বাসা থানার উত্তরে লাগা শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ গুপ্তের পিতা ৺কাঙ্গালচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ভাড়াটে বাড়ীতে। যে কোনও থানার যে কোন পুলিশ সাক্ষী দিতেই হউক বা অন্য কোন কাজে আসিলে অম্বিকা বাবুর বাসা ছিল তাঁদের হোটেল। তিনি সব থানা পরিদর্শন করিতে গিয়া তাঁহাদের যেমন সম্বর্দ্ধনা পাইতেন, তেমনি তাঁহারা আসিলে তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর আদর আপ্যায়নে সকলে মুগ্ধ হইতেন।

অমৃত বাবুর সহধর্ম্মিণী ও অম্বিকা বাবুর সহধর্ম্মিণী উভয়ে উভয়ের আত্মীয়া ছিলেন। স্বামীর চাকুরীর ক্ষেত্রে মিলনের সুযোগ ঘটিয়াছিল।

জঙ্গিপুর মহকুমার নিমতিতার জমিদার বাবু মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় কলিকাতার পেশাদার থিয়েটার সম্প্রদায়ের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর থিয়েটার সম্প্রদায় করিয়াছিলেন। রঘুনাথগঞ্জ থানার বড় দারোগা অমৃত বাবু টাকা নাই পয়সা নাই, তবুও সাধারণ জনগণের উৎসাহে ও আনুকূল্যে খুলিলেন থিয়েটার পার্টি। যতদিন তিনি এখানে ছিলেন, তার মধ্যে বিল্বমঙ্গল, সরলা, হরিশ্চন্দ্র, পৃথ্বীরাজ ও বিবাহ বিভ্রাট এই কয়টি নাটক অভিনয় করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের সময় থিয়েটার করিয়া কিছু টাকা পাওয়া গিয়াছিল। সেই অর্থে সাজ পোষাক ও ষ্টেজের দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইয়াছিল। তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিনেতা ছিলেন—তারাপ্রসন্ন রায় কণ্ট্রাক্টর মহাশয়ের পিতা ৺হিমাংশুশেখর রায়, খুল্লতাত ৺মৃগাঙ্কশেখর রায়, ওভারসিয়ার বাবু ৺রজনীকান্ত মিত্র, ডাঃ ৺পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, ৺যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৺অতুলকৃষ্ণ সেন কবিরাজ, ৺তারিণীপ্রসাদ সিংহ কম্পাউণ্ডার, ৺তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশরৎ

চন্দ্র পণ্ডিত, শ্রীজগদ্বন্ধু দে, ৺সুরেশচন্দ্র বসু (কোর্ট সব ইং) এবং ইঁহাদের সমসাময়িক অনেকে।

একসঙ্গে থিয়েটার করে বলিয়া কেহ কোন বে-আইনী কাজ করিয়া অমৃত বাবুর হাতে এড়াইয়া যাইবে, এ দুরাশা কেহ পোষণ করিত না। একটি-মাত্র ঘটনায় তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

অমৃত বাবু যখন রঘুনাথগঞ্জ থানার দারোগা তখন তাঁহার একটি ৪ বৎসরের পুত্র নাম শ্রীমান্ গৌরীপ্রসাদ ঘোষ ডাক নাম মাণিক। ও একটী তারও ছোট কন্যা। মাণিক মায়ের রান্নাঘর হইতে দেয়াশালাই বাক্সটী লইয়া বাহিরে আসিবামাত্র মা তাহাকে ধরিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেছেন, দেখিয়াই মাণিক একটি কাঠি জ্বালিয়া হাতে ছেঁকা লাগায় সেটি ফেলিয়া দেয়। কনষ্টেবলদের রান্না ঘরের কাছে খড়ের বেড়ায় কাঠিটি পড়ে এবং অল্পক্ষণের মধ্যে থানার ব্যারাক, কনষ্টেবলদের রান্না-ঘর, ৺জঙ্গল সেন মহাশয়ের খড়ো ঘরগুলি ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অমৃত বাবু আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিলেন—এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে? যেমন কর্ত্তা তেমনি গিন্নী। প্রধান সাক্ষী মাণিকের গর্ত-ধারিণী। তিনি "আমার সোনা, আমার মাণিক এ কাজ করেনি" ব'লে ছেলের দোষ ঢাকার মা নন। মুক্তকণ্ঠে ৪ বৎসর বয়স্ক আসামী পুত্রের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। অমৃত বাবু থানার সেরে-স্তায় বসিয়া পুলিশ সাহেব বরাবর পুত্রের অপরাধ যথাযথ বর্ণনা করিয়া তাহার পিতার (অমৃত বাবুর) নিকট হইতে সমস্ত ঘর প্রস্তুতের খরচ তাঁহার মাসিক বেতন হইতে কিস্তিবন্দী হিসাবে লইবার প্রার্থনা জানান। পুলিশ সাহেব তাহাই লইবার সুপারিশ করিয়া ডি, আই, জি, সাহেবকে নোট দেন। ডি, আই, জি, সাহেব অমৃত বাবুর সত্যনিষ্ঠা ও সততায় মুগ্ধ হইয়া সরকার হইতে সমস্ত খরচ করার আদেশ দেন এবং অমৃত বাবুকে নিজের তত্ত্বাবধানে সব কাজ করাইতে হইবে এই নির্দ্দেশ দেন। অমৃত বাবু কনষ্টেবলদের রান্নাঘর পাকা এবং পূর্ব্বে ব্যারাক নির্ম্মাণে যে ব্যয় হয়, তাহার চেয়ে অনেক কম খরচে সব নির্ম্মাণ করেন। জঙ্গল সেন মহাশয় অমৃত বাবুকে তাঁহার পোড়া ঘরের কাজে হাত দিতে ঘোর আপত্তি করিয়া বাধা দেন।

অমৃত বাবু রঘুনাথগঞ্জে থাকিতে থাকিতেই জঙ্গিপুর মহকুমার সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর পদ প্রাপ্ত হন। পরে কান্দী মহকুমায়, খুলনা জেলায়, ময়মনসিংহ জেলায় সার্কেল ইন্‌স্পেক্টরী যশের সহিত সম্পন্ন করিয়া ১৯২৮ খৃষ্ট ব্দে ১লা জানুয়ারী পুলিশের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। জঙ্গিপুর মহ কুমার ইন্‌স্পেক্টর থাকা কালে অমৃত বাবু যে বাড়ীতে (নিমতিতার জমিদার বাবুদের) ডাঃ জে, এন, রায় থাকেন সেই বাড়ীতে ছিলেন। এই বাড়ীতে একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। তার নাম রাখেন শ্রীমান্ শিবপ্রসাদ ঘোষ। শিবপ্রসাদ যখন ১ বৎ-সরের তখন অমৃত বাবু কান্দী মহকুমায় ইন্‌স্পেক্টর হইয়া যান। সেই শিবপ্রসাদ কয়েকদিন পূর্ব্বে ছিলেন হেয়ার ষ্ট্রীট থানার অফিসার ইন্ চার্জ্জ। কয়েক দিন হইল দুর্নীতিদমন বিভাগে অর্থাৎ এন্-ফোর্সমেণ্ট বিভাগে বদলী হইয়াছেন। শ্রীমান্ গৌরীপ্রসাদ (মাণিক) কিছুদিন পূর্ব্বে ত্রিপুরায় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। বর্ত্তমানে ২৪ পর-গণার এডিশনাল পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। অমৃত বাবুর সহধর্ম্মিণীর বয়স বর্ত্তমানে ৭০ বৎসর। অমৃত বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ গৌরীপ্রসাদ (মাণিক), মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ সতীপ্রসাদ, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শিবপ্রসাদ এবং ছয়টি কন্যা। পুত্রগণের পুত্রকন্যা, কন্যাগণের পুত্রকন্যা, দৌহিত্রী ও পৌত্রীর (মাণিকের জ্যেষ্ঠা কন্যার) সন্তান হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে অমৃত বাবুর জন্মদিনে শ্রীমান্ মাণিক ও শিবু পিতা অমৃত বাবুর রক্তের সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ সবকে একত্র করিয়া দেখিয়াছে ৮৫ জন। এই দুই বৎসরে ১০০ জনের বেশী হইয়াছে। অমৃত বাবুর পিতৃদেব স্বর্গত ৺প্যারীমোহনের আশীর্ব্বাদ—"আমার এক অমৃত একশো হবে" ইহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। অমৃত বাবু এখনও কোনও যানবাহন ব্যতীত রোজ ডেকার্স লেন হইতে বাবুঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে যান। স্বামী স্ত্রী উভয়ে সুস্থ শরীরে আছেন। আমরা তাঁহাদের আরও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অঞ্চলসমূহের শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্যদান

পশ্চিমবঙ্গে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে পরিকল্পনা-অঞ্চলের শিল্পগুলির বিকাশে সহায়তা করা। যেসব শিল্পের জন্য শক্তি প্রয়োজন হইবে সেগুলি পল্লীনগরে অবস্থিত থাকিবে এবং মাঝারি ও ছোট শিল্প বলিয়া আখ্যাত হইবে। অন্যান্য শিল্প গ্রামে অবস্থিতি-হেতু গ্রামীন চারু ও কারুশিল্প এবং গ্রাম্যশিল্প বলিয়া অভিহিত হইবে। আর্থিক সমস্যা এই সকল শিল্পের অন্যতম প্রধান সমস্যা। সেইজন্য সরকার উপযুক্ত উৎপাদনকারিগণকে সুবিধাজনক শর্ত্তে ঋণ প্রদান দ্বারা আর্থিক সাহায্য করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঋণের সুদ বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা এবং তাহা সমান বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত ঋণের জন্য কোন জামিন লাগিবে না। কিন্তু তদধিক পরি-মাণের জন্য জামিন চাওয়া হইবে এবং প্রদত্ত জামি-নের মূল্যের শতকরা ৬০ টাকার বেশি পরিমাণ ঋণ দেওয়া হইবে না। ব্যক্তি, রেজিষ্টারী করা অংশীদারী প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানী ও শিল্পসমবায় সমিতির ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা আছে। বর্ত্তমান শিল্পগুলিকে যথেষ্ট চলমান পুঁজি প্রদান করিয়া তাহাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা বা পুরাতন ও জীর্ণ সাজ-সরঞ্জাম বদলাইয়া আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বসাইতে সাহায্য করাই ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্য।

ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত্তাদি সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ ৭নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পশ্চিম বঙ্গের সমাজ উন্নয়ন অঞ্চলের শিল্প সম্বন্ধীয় স্পেশাল অফিসারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। উন্নয়ন অঞ্চলসমূহের পরিকল্পনা নির্বাহী আধিকারিকের নিকটও তাহা পাওয়া যাইবে। উন্নয়ন অঞ্চলগুলি হইতেছে নদীয়ায় ফুলিয়া, ২৪-পরগণায় হাবরা ও বারুইপুর, কোচবিহারে দিনহাটা, বর্দ্ধমানে শক্তিগড় ও গুস্করা, বীরভূমে আহম্মদপুর, নলহাটি ও মহম্মদ-বাজার, মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় সোনামুখী।

প্রবীণ চিকিৎসকের পরলোক

বহরমপুরের স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ শুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ২রা শ্রাবণ রবিবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসানৈপুণ্যে ও অমায়িক ব্যবহারে অট্টালিকাবাসী ধনী হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র কুটিরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই মুগ্ধ হইতেন। বহরমপুরবাসী প্রত্যেকেই তাঁহার অভাব অনুভব করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কটী ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমানে চরম দশায় উপনীত হইয়াছে। ফুল বাগান বহু পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছে। সুদৃশ্য দালানখানিও নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঘরের দরজা জানালাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুকুরের বাঁধাঘাটে পার্শ্ববর্ত্তী কলোনীর অধিবাসিগণ ক্ষার কাচিতেছে। আমরা এ বিষয়ে স্থানীয় মহকুমা শাসকের ও পার্ক কমিটির সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জঙ্গীপুর মহাবিদ্যালয়

আগামী শুক্রবার ২৩শে জুলাই তারিখ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস্ আরম্ভ হইবে।

পুষ্করিণী ও পাহাড়ের বন্দোবস্তের নোটিশ

সাগরদিঘী থানার অন্তর্গত নাচ্‌না মৌজায় অবস্থিত কাঁকিলাদিঘী নামক পুষ্করিণী যাহা সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক সদ্য সংস্কৃত হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ পাহাড় (দাগ নং ৯২ এবং ৯৩, মৌজা—নাচ্‌না, জে, এল্ নং ৭) এবং মীনকর ২০ (কুড়ি) বৎসরের মেয়াদী ইজারা সূত্রে প্রকাশ্য নীলামে বন্দোবস্ত হইবে। প্রার্থিগণ আগামী ২৫শে জুলাই রবিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় নাচনা মৌজাস্থিত শ্রীজাফর মণ্ডলের বহির্ব্বাটীতে বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টারের নিকট হাজির হইবেন। প্রকাশ থাকে যে বন্দোবস্তের দিনই এক বৎসরের খাজনা অগ্রিম দাখিল করিতে হইবে। ইতি—

তারিখ, বহরমপুর, ১৬ই জুলাই, ১৯৫৪

Sd. M. N. Mitra,
১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয়
১৫ আইনমতে কালেক্টার।

সরবরাহ বিভাগের বেকার দম্পতি

(চাকুরীর পূর্ব্বে শরীর কৃশ ছিল। ডাকনাম ছিল সুঁট্‌কে। মুরুব্বির কাছে এসে অনুযোগ করছেন)

বাবু—কাকা বাবু! অনেকদিন আগে একবার এসেছিলাম। আজ আবার আসতে বাধ্য হয়েছি।

কাকাবাবু—চাকরী বুঝি যায় যায় ?

বাবু—চাকরী যায় যাক। যা রোজগার করেছি আপনাদের আশীর্ব্বাদে চাকরী না করলেও চলবে।

কাকাবাবু—তোমার আর বউমার দেহ দেখেই তা বোঝা যায় তবে দুঃখ কিসের ?

বাবু—বদমাস্ ছেলেগুলো আমাদের দেখে আর বলে—সরবরাহ এর হিন্দী হচ্ছে—

সর—হট যা। বরাহ—শুয়ার।

সরবরাহ—হট্ যা শুয়ার।

কাকাবাবু—ওদের বুঝি ধান ধরেছিলে ?

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মাতা শ্রীযুক্তা শৈলজাসুন্দরী ঘোষ মহাশয়ার তাঁতিবিরলের ভাগবণ্টন করা সম্পত্তির উপর যে ঢোল-সহরৎ হইয়াছে উহা অমূলক, আদালত সংক্রান্ত নহে। হয়রানি করার জন্য এই ষড়যন্ত্র।

শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ, শ্রীগৌরহরি ঘোষ
রঘুনাথগঞ্জ।

রঘুনাথগঞ্জে চাউলের দর

বর্ত্তমানে রঘুনাথগঞ্জ বাজারে সাধারণ চাউল টাকায় ১২৸/০ ছটাক ও ১৩ সের দরে বিক্রয় হইতেছে। রাঢ় অঞ্চল হইতে খুব কম পরিমাণে চাউল আমদানী হইতেছে। গ্রাহকের চাহিদাও কম।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।